মেহেরপুরে প্রচন্ড গরমে কদর বেড়েছে তাল শাঁসের

তীব্র গরমে কদর বেড়েছে তালের শাঁসের। জৈষ্ঠ্য মাসের খরতাপে প্রতিবারের মতো এবারও তাল শাঁস বিক্রি হচ্ছে মেহেরপুরের বিভিন্ন জায়গায়।

শহরের পৌর সভার পাশে, বয়েজ স্কুলের সামনে এবং হোটেল বাজারের ফুটপাতে বিক্রি হওয়া রসালো এ ফলের স্বাদ নিচ্ছেন অনেকেই।

পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ এ ফলে বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন ও খনিজ উপাদান রয়েছে। এর বেশিরভাগ অংশ জলীয় হওয়ায় এটা খেলে শরীরে পানিশূন্যতা দূর হয়। কচি তালের শাঁস যেমন সুস্বাদু ও পুষ্টিকর তেমনি পাঁকা তাল ও তালের পিঠা গ্রাম বাংলার সুস্বাদু ও জনপ্রিয় খাবার।

বাজারে নতুন ফল তাল শাঁস উঠতে শুরু করেছে। কাঁচা তালের কচি শাঁস খেতে কার না ভালো লাগে। মেহেরপুরের বিভিন্ন ছোট বড় বাজার ও সড়কের আশেপাশে মৌসুমি ব্যবসায়ীদের তালের শাঁস বিক্রি করতে দেখা যাচ্ছে।

ক্যালসিয়াম, ভিটামিন এ, বি ও সিসহ নানা ধরনের পুষ্টির চাহিদাও মিটছে তালের শাঁস। গ্রীষ্মের গরমে কঁচি তালের রসালো শাঁস সবাইকে তৃপ্তি দেয়। এছাড়া এটি পুষ্টিকর, প্রশান্তিদায়ক ও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।

তাল শাঁসের ক্রেতা জাহাঙ্গীর আলম জানান, তালের শাঁস একটি সুস্বাদু ফল। গরম থেকে এসে তালের শাঁস খেতে ভালই লাগে। গরমের জন্য আমি নিয়মিত খাচ্ছি।

ফুটপাতে দাঁড়িয়ে পরিবারের সবার জন্য তালের শাঁস কিনেছিলেন মোঃ আকাশ। তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে ফরমালিন বা কেমিক্যাল ছাড়া কোনও ফল পাওয়া মুশকিল। সেখানে তালের শাঁস সর্বোৎকৃষ্ট। ছোট শাঁস অনুযায়ী দাম কিছুটা বেশি হলেও এ নিয়ে কিছু বলার নেই।

তাল শাঁসের খুচরা বিক্রেতা মুজিবুর জানান, দীর্ঘদিন ধরে তিনি তালের শাঁস বিক্রি করেন। আগে এক-দুই টাকায় তালের শাঁস বিক্রি করলেও এখন ৫-৬ টাকা প্রতি পিস বেচাকেনা হয়। প্রতিদিন সব খরচ বাদ

দিয়ে দৈনিক চার-পাঁচ শত টাকা লাভ থাকে। গরম যতো বাড়ে তালের শাঁসের চাহিদাও বাড়ে। গাছ থেকে তালের কাঁদি কেটে তা আবার নামানো, বাজারে বয়ে আনা, তারপর কাটাকুটি করে তবেই ক্রেতার হাতে দিতে হয়। কষ্ট হলেও লাভ হয়।

তাল বিক্রেতা কামরুল বলেন, প্রতিদিন ২০ থেকে ৩০ কাঁদি তাল শাঁস বিক্রি হয়। কেউ একটু তরল, আবার কেউ একটু শক্ত শাঁস পছন্দ করেন। অতিরিক্ত গরম পড়ার কারণে ক্রেতা ভালোই পাচ্ছি।

মেহেরপুর চলছে মাঝারি তাপপ্রবাহ, প্রচন্ড গরমে অস্বস্তিতে রোজাদার

চলতি মৌসুমে মেহেরপুর জেলায় মাঝারি তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। ফলে রোজাদার, দিন মজুর ও শ্রমিকরা পড়েছে বিপাকে। প্রচন্ড গরমে শুধু মানুষ নয়, প্রাণীকুলেও শুরু হয়েছে হাঁসফাঁস।

চুয়াডাঙ্গা প্রথম শ্রেণির আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার সূত্রে জানা গেছে, আজ শুক্রবার (৫ এপ্রিল) বিকাল তিনটায় চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৮.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং বাতাসের আর্দ্রতা ৫৫%। এর আগে বেলা ১২ টার সময় তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল ৩৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এছাড়া বাতাসের আদ্রতা ছিল ৫৯%।

আজ বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকার কারণে গরমের অস্বস্তি বেড়ে গেছে বলে জানান, চুয়াডাঙ্গা প্রথম শ্রেণির আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার। মুলত সোমবার (১ এপ্রিল) থেকে আবহাওয়া হরম হতে শুরু করে।

ঐদিন বিকেল ৩টায় ৩৮ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল। যা চলতি মৌসুমে এই অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা।

এদিকে আবহাওয়া প্রচণ্ড গরম হওয়ায়, জরুরি প্রয়োজন ছাড়া রোজাদাররা বাড়ির বাইরে বেরহচ্ছেন না। রোদের তাপের কারণে

শ্রমিক, দিনমজুর, ভ্যান-রিকশা চালকরা অস্থির হয়ে পড়েছেন। সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছেন কৃষক ও খেটে খাওয়া মানুষ।।

মেহেরপুর শহরের রিকসা চালক আয়ূব আলী জানান, তিন/ চারদিন বিভৎস হরম পড়ছে। দুপুর থেকে ভাড়া মারতে পারছিনা। রোদ আর গরমের কারনে যাত্রীও ঠিকমত পাওয়া যাচ্ছেনা ।

শোলমারি গ্রামের রিকসা চালক হারান মন্ডল বলেন, দুপুর হলেই শরীরে ক্লান্তি চলে আসছে। ইচ্ছে থাকলেও ভাড়া মারতে পারছিনা। বিকেলের আগেই বাড়ি ফিরে যেতে হচ্ছে। এমন গরম পড়লে রোজা রেখে ভ্যান চালানো কষ্টসাধ্য হয়ে পড়বে।

গাংনীর মালশাদহ গ্রামের কৃষক আজিবার রহমান বলেন, মাঠে বেরো ধানের সেচ চলছে। রোদের কারণে গরমে বেশিক্ষণ মাঠে থাকা যাচ্ছে না। অনেক রোজাদার কৃষক মাঠে কাজ করছেন। নির্ধারিত সময়ের আগেই বাড়ি চলে যাচ্ছেন।

চুয়াডাঙ্গার প্রথম শ্রেণির আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের সিনিয়র আবহাওয়া পর্যবেক্ষক রাকিবুল হাসান বলেন, আজ শুক্রবার চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলায় সর্বোচ্চ ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। জেলার ওপর দিয়ে মাঝারি তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। আগামী কয়েক দিন তাপমাত্রার পারদ ৪০ ডিগ্রির ঘরে উঠতে পারে বলেও জানান তিনি।

মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডা. জমির মোহাম্মদ হাসিবুস সাত্তার পরামর্শ দিয়ে বলেন, তাপপ্রবাহের কারণে হিট স্ট্রোকের ঝুঁকি থাকে। অতি প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের না হতেও পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। রোজাদারদের সন্ধ্যার পর থেকে বেশি বেশি পানি ও ফলমূল খেতে বলা হচ্ছে। শিশু, কিশোর ও যারা রোজা থাকতে পরছেন না তাদেরকে ঘন ঘন পানি ও শরবত পান করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।